জেএসসির সব সূচকেই অগ্রগতি

■ জিপিএ-৫ বেড়েছে সাড়ে তিন গুণ
■ গড় পাসের হার ৮৯.৭১ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পাসের হার, জিপিএ-৫ এবং শতভাগ পাস—পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ার এই তিনটি সূচকই আগের তুলনায় বেড়েছে। গতকাল রোববার প্রকাশিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে এসব চিত্র পাওয়া গেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

জেএসসির সব সূচকেই অগ্রগতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতবার যেখানে জেএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৪ হাজার ১৫৮ জন। এবার প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেড়ে হয়েছে এক লাখ ৫২ হাজার ৯৯৭। এবার গড় পাসের হারও গতবারের চেয়ে ৩ দশমিক ৬০ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৮৯ দশমিক ৭১ শতাংশ।

বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের ঢাকা অভিমুখে 'গণতন্ত্রের অভিযাত্রা' কর্মসূচিকে ঘিরে দেশব্যাপী টান টান উত্তেজনার প্রভাব পড়ে বিদ্যালয়গুলোতেও। এবার বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম। তবে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা আনন্দ-উচ্ছ্বাস করেছে।

এবার ভালো ফলের অন্যতম কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে জেএসসিতে প্রথমবারের মতো ঐচ্ছিক হিসেবে চতুর্থ বিষয় যোগ হওয়া। ফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ভালো ফলের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় যোগ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

এবার চতুর্থবারের মতো জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হলো। এ বছর ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর—এই আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে জেএসসিতে মোট ১৫ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে পাস করেছে ১৩ লাখ ৮৯ হাজার ৩১৩ জন।

জেএসসির পাশাপাশি মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলও গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে। জেডিসিতে পাসের হার ৯১ দশমিক ১১।

সকাল ১০টায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পরীক্ষার ফল হস্তান্তর করা হয়। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ছাড়াও মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যালয়গুলোতে বেলা দুইটায় ফল প্রকাশের কথা ছিল। তার আগেই ফল প্রকাশ হতে থাকে। বিরোধী জোটের কর্মসূচি থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল কম। অনেকেই শিক্ষা বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইট ও মুঠোফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমে ফল জেনেছে।

রাজধানীর রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজকে পেছনে ফেলে ঢাকা বোর্ডে এবার শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আর কয়েক বছর ধরে প্রথম স্থানে থাকা রাজউক উত্তরা মডেল স্কুলের অবস্থান দাঁড়িয়েছে তৃতীয়। এবার দ্বিতীয় অবস্থানে আছে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গতকাল পরীক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এবার সারা দেশে চার হাজার ৯৯৭টি বিদ্যালয় থেকে সব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। গতবার এমন বিদ্যালয় ছিল চার হাজার ৮৯৯টি। এবার ৫৭টি বিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। গত বছর এ ধরনের বিদ্যালয় ছিল ৮৫টি।

জেএসসি ও জেডিসিতে এবার পাসের হারে ছাত্ররা সামান্য এগিয়ে থাকলেও জিপিএ-৫-এর দিক দিয়ে মেয়েরা এগিয়ে আছে। এ দুই পরীক্ষায় পড়ে ছাত্রদের পাসের হার ৯০ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৮৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ৯৩ হাজার ২৬৮ জন এবং ছাত্র ৭৮ হাজার ৯৪০ জন।

বোর্ডগুলোর চিত্র: গেলবারের মতো এবারও ভালোর দিক দিয়ে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে বরিশাল বোর্ড। এই বোর্ডে পাসের হার ৯৬ দশমিক ৬০ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ৭৬৩ জন। খারাপের দিক দিয়ে এবারও সবার শেষে চট্টগ্রাম বোর্ড, পাসের হার ৮৬ দশমিক ১৩ শতাংশ। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৪ হাজার ১০৫ জন।

এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৫ হাজার ২২৩ জন। রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৯৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২০ হাজার ৫২৩ জন। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৯০ দশমিক ৪৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬ হাজার ৯৫ জন। যশোর বোর্ডে পাসের হার ৮৯ দশমিক ০৩ শতাংশ। এই বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৪ হাজার ৭০৪ জন। সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৯১ দশমিক ১৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ৭৪৮ জন। দিনাজপুর বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ৯১ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫ হাজার ৮৩৬ জন।

ঢাকা বোর্ডের অধীন বিদেশের সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে গতকাল ছয়টি কেন্দ্রের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপলি কেন্দ্রের খাতা কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে আসে। কিন্তু সেগুলো এখনো পৌঁছায়নি। তাই এই কেন্দ্রের ফল প্রকাশ করা হয়নি। তবে শিগগিরই প্রকাশ করা হবে। বাকি ছয় কেন্দ্রে পাসের হার ৯৭ দশমিক ০৫ শতাংশ।

সংবাদ সম্মেলনে নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজনৈতিক অস্থিরতায় বারবার পরীক্ষা পেছানোসহ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্ষতির দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এবারই শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে খারাপ ও ভীতিকর পরিবেশের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম প্রমুখ।

গত ৪ নভেম্বর জেএসসি ও জেডিসির পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮-দলীয় জোটের ঢাকা অবরোধের কারণে এই পরীক্ষা শুরু হয় ৭ নভেম্বর। শেষ হয় নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। তবে ফল প্রকাশিত হয়েছে ৩৫ দিনের মাথায়।